একটি অতীত

আশিস মিশ্র

ইচ্ছেবাড়ির রাস্তায় অনিন্দ্যের সঙ্গে দেখা হলে
নানারকম নস্টালজিয়ার কথা বলে ঃ
এই গ্রাম অনিন্দ্যের খুব চেনা
গ্রামের এক প্রান্তে রবিঠাকুরের কবিতার মতো
যে নারীর সঙ্গে
অনিন্দ্যের প্রেম হয়েছিল
আজ তার বিয়ের বেনারসি পুড়ে গেছে
আর সে এস. এম. এসে লিখবে না বসন্তের গান
টেরাকোটার বিমূর্ত মুর্তির কাছে দাঁড়িয়ে
টেনে নেবে না দুটি প্রশ্ন ঠোঁট
অনিন্দ্যের প্রথম কবিতার বই-এর স্বাদ বুঝে
বুকে ঝাঁপিয়ে কাঁদবে না গোধূলির গোপনে
ইচ্ছেবাড়ির রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকবে না নতুন কবিতার
সে অনেক অতীত এখন
অনিন্দ্যের কাছে যা একান্ত ব্যক্তিগত...

ওরাও তো আজ

সূরজ দাশ

জটিল হিসেব সব, আদিম অরণ্যে এই হারিয়েছে দিক
বৃক্ষ তার পরিচয় লিখে দিল মেঘলোকে, হারানো বিজ্ঞপ্তি
না পড়ার ফলে, দেখো, দেয়ালে দেয়ালে থেকে গলে আঁকিবুঁকি
শুধু অক্ষরের মায়া; ও আকাশ বৃষ্টি দাও, ভেজাও পোশাক

সরল জ্যামিতি শিখে যারা সেই ভোর থেকে প্রার্থনা করছি
নদী মাটি অরণ্যের, জেগে থাক মধ্যরাত তাদের শরীরে
বাড়ির ঠিকানা চিনে ও আমার মাঝি, ভাঙা ডিঙির চালক
চলো ও পাড়ার ঘাট থেকে তুলে আনি সুবাতাস, বিবাহমঙ্গল

মাথার ওপর দিয়ে উয়ে যাক যাযাবর হাওয়া, ঘাট থেকে
যেসব রাত্রিরা গেছে গাঙের পশ্চিমদিক, ওরাও তো আজ
ফিরবে প্রবাহ চিনে, জ্যৈষ্ঠের দেখানো পথে আটকাবে রথ
ফিরবে ওপার থেকে হারানো স্বজন যত। বেওয়ারিশ মুখ